১৭ নভেম্বর ২০১৮

কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমে অধিকার এর বিরুদ্ধে মনগড়া, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদনের প্রতিবাদ

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে দেশের জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখবার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। জনগণের ভোটের অধিকার যাতে নিশ্চিত হয় সেই লক্ষ্যে মানবাধিকার কর্মকাণ্ড পরিচালনার পাশাপাশি ১৯৯৬ সাল থেকে অধিকার নির্বাচন প্রক্রিয়াসহ নির্বাচনী সহিংসতা পর্যবেক্ষণ করে আসছে। বাংলাদেশের কোন সরকারই মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না থাকায় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধিকার তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে গিয়ে সমস্ত সরকারের আমলেই বিভিন্নভাবে হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার শিকার হয়েছে। তবে বর্তমান সরকারের আমলে অধিকারের ওপর আক্রমণ, নিপীড়ন ও হয়রানি চরম আকার ধারণ করেছে। বিশেষ করে ২০১৩ সালে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অভিযানে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনার প্রেক্ষিতে প্রতিবেদন প্রকাশ করার পর থেকে অধিকার সরকারের ভয়াবহ রোষাণলে পড়ে। সরকারের পক্ষ থেকে নিহতদের নাম ঠিকানাসহ তালিকা চাইলে ভিকটিম পরিবারগুলোর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে *অধিকার* বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের দাবী জানায় এবং সেই কমিটির কাছে তালিকা হস্তান্তর করবে বলে জানায়। কিন্তু তা না করে গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা *অধিকার* এর সেক্রেটারিকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে *অধিকার এর* সেক্রেটারি ও পরিচালকের বিরুদ্ধে নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয় এবং তাঁরা উভয়ে যথাক্রমে ৬২ দিন এবং ২৫ দিন কারাগারে আটক থাকেন। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা *অধিকার* অফিসে তল্লাশী চালিয়ে বিভিন্ন ডকুমেন্টসহ ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার নিয়ে যায়। এরপর কম্পিউটার থেকে নিহতদের খসড়া তালিকা নিয়ে অধিকারকে হয়রানি ও এর সুনাম ক্ষুণ্ন করার জন্য তা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সরবরাহ ও প্রচার করার ব্যবস্থা করে। এখনও পর্যন্ত অধিকারকে ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার ফেরত দেয়া হয়নি।

২০১৩ সাল থেকে অধিকারের ওপর ধারাবাহিকভাবে হয়রানি ও নিপীড়ন চলছে এবং অধিকারের স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরাও নজরদারিতে রয়েছেন। ২০১৪ সাল থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অধিকারের সমস্ত প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থছাড় দেয়া বন্ধ করে দেয়। ফলে অনেক কর্মী নিরাপত্তার অভাবে এবং আর্থিক কারণে অধিকারের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে সম্পৃক্ত থাকতে চেয়েও পারেননি। অধিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারী মানবাধিকার কর্মীরাও হুমকি ও ভয়ভীতির শিকার হন। মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারণে সরকারের পক্ষ থেকে অধিকারকে রাষ্ট্রবিরোধী ও সরকারবিরোধী হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

সাম্প্রতিক নিপীড়নমূলক পরিস্থিতি

অধিকার লক্ষ্য করছে যে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থার বরাত দিয়ে অধিকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও বানোয়াট সংবাদ পরিবেশন করা হচ্ছে। যেমন গত ১১ নভেম্বর ২০১৮ দৈনিক জনকণ্ঠের বিভাষ বাড়ৈ 'বিতর্কিত সংস্থা অধিকার আবারও অস্বচ্ছ তৎপরতায় লিপ্ত' শিরোনামে, ১৩ নভেম্বর দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিনের নিজস্ব প্রতিবেদক 'অধিকারের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধের সুপারিশ: বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের তথ্য গোয়েন্দাদের হতে' শিরোনামে প্রকাশ সংবাদ প্রকাশ করে। গত ১৬ নভেম্বর চ্যানেল আই এর প্রতিবেদক মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্টের ভিত্তিতে চ্যানেল আই অধিকারের বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করেন। সবকটি সংবাদের মূল বিষয় ছিল অধিকারের কার্যক্রম

সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেয়া। জনকণ্ঠ, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও চ্যানেল আই এ প্রকাশিত উল্লেখিত সংবাদগুলোর বিষয়ে অধিকারের বক্তব্য নিচে তুলে ধরা হলো-

- **মিডিয়া রিপোর্ট:** পত্রিকা দুটির প্রতিবেদনে গোয়েন্দা সংস্থার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্র লঙ্ঘন, ১০ একাউন্টে সন্দেহজনক অর্থনৈতিক লেনদেন, প্রকল্প শেষ হওয়ায় ফান্ড বন্ধ থাকলেও দাতাসংস্থার নগদ অর্থ গ্রহণসহ বিতর্কিত তৎপরতার কারণে অবিলম্বে অধিকার *এর* সব কার্যক্রম বন্ধের সুপারিশ করেছে গোয়েন্দা সংস্থা।

➢ **অধিকারের বক্তব্য:** অধিকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্র কখনোই লঙ্ঘন করে নাই। সংগঠনটি ১৯৯৫ সালে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধিত হওয়ার পর থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বুর্যোর অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করেছে এবং বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর বার্ষিক অডিট রির্পোট জমা দিয়েছে। অথচ ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অধিকার *এর* সব মানবাধিকার বিষয়ক প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রেখেছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ব্যাংক একাউন্টগুলো ফ্রিজ করে রাখা হয়েছে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধিকার এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য আবেদন করলেও তা এখনও পর্যন্ত অপেক্ষমান (পেন্ডিং) অবস্থায় রয়েছে। ফলে বিদেশী দাতা সংস্থার কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে প্রকল্প পরিচালনার কোন সুযোগ নাই এবং ব্যাংক একাউন্টে লেনদেন স্থগিত থাকায় ১০ একাউন্টে সন্দেহজনক অর্থনৈতিক লেনদেনের যে কথা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে তা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন।

- **মিডিয়া রিপোর্ট:** এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে নির্বাচন কমিশনে পাঠানো এক চিঠিতে বলা হয়েছে, 'নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিত নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের ১১৯ সংস্থার একটি তালিকা ব্যুরোতে পাওয়া গেছে। ব্যুরো নিবন্ধিত 'অধিকার' সংস্থাটির নিবন্ধনের মেয়াদ ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ শেষ হয়েছে। সেই সময়ে সংস্থার চলমান ১০ প্রকল্পে অডিট রিপোর্টের মধ্যে ৮টির অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি না হওয়া এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের লেখা পত্রের নিষ্পত্তি না হওয়া এবং সংস্থার প্রকল্পসমূহের আর্থিক লেনদেনে অসংগতি পরিলক্ষিত হওয়ায় নিবন্ধন নবায়ন করা হয়নি। এছাড়া এ সংস্থা বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও পর্যবেক্ষণ রয়েছে মর্মে নথিতে প্রতিয়মান হচ্ছে।'

➢ **অধিকারের বক্তব্য:** এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ৫ বছর পরপর সংস্থার নিবন্ধন নবায়ন করতে হয়। সেই মোতাবেক ২০১৫ সালের ২৫ মার্চ সংস্থার মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বে ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধিকার ব্যুরোতে নিবন্ধন নবায়ন করার জন্য আবেদন করলেও তা এখনও পর্যন্ত পেন্ডিং অবস্থায় রয়েছে। ব্যুরো অধিকারের নিবন্ধন বাতিল বা নবায়ন কোনটাই করেনি। এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর সৃষ্ট এই পরিস্থিতিকে পুঁজি করে অধিকারের নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থা হিসেবে এর নিবন্ধন কোন নোটিশ ছাড়াই একতরফাভাবে বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালা ২০১৭ এর ৬.১ অনুযায়ী "নিবন্ধিত কোন পর্যবেক্ষক সংস্থার বিরুদ্ধে পর্যবেক্ষণ নীতিমালা লঙ্ঘনের সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট সংস্থার নিবন্ধন বাতিল করা হইবে। নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়া আরম্ভ করিবার পূর্বে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় পর্যবেক্ষক সংস্থাটিকে উহার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়সহ একটি লিখিত নোটিশ প্রেরণ করিবে। অভিযোগ সংক্রান্ত লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির ৫ (পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি কমিশনের কাছে শুনানীর জন্য আবেদন করিতে পারিবে। কমিশনে শুনানী গ্রহণ করিবার পর অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে সংস্থাটিকে অবহিত করা হইবে। শুনানীতে পর্যবেক্ষক সংস্থা আইনজীবী নিয়োগ এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তথ্য প্রমাণাদি উপস্থাপনের সুযোগ পাইবে।" নির্বাচন কমিশন কোনরকম নোটিশ প্রদান এবং শুনানী ছাড়াই একতরফাভাবে অধিকার এর নিবন্ধন বাতিল করেছে যা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ নীতিমালার পরিপন্থি।

অধিকার বারবার প্রকল্পের অডিট রিপোর্ট সংক্রান্ত সব তথ্য দেয়ার পরও ব্যুরো অধিকারকে হয়রানি করার লক্ষ্যে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করেনি বলে অধিকার মনে করে। অধিকার এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর অনুমোদিত সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের অডিট রিপোর্ট ব্যুরোতে জমা দিয়েছে। প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরের লেখা পত্রের বিষয়ে অধিকার অবগত নয়। প্রতিবেদনগুলোতে আরো বলা হয়েছে যে, "এ সংস্থা বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনেরও পর্যবেক্ষণ রয়েছে মর্মে নথিতে প্রতীয়মান হচ্ছে"। অথচ দুর্নীতি দমন কমিশন ২০১৩ সালে অধিকার এর ওপর সরকারী নিপীড়ন চলাকালীন সময়ে কথিত দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত করে ২০১৬ সালের ১৬ জুন স্বাক্ষরিত এক চিঠিতে অভিযোগটি প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় তা নথিভুক্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে বলে অধিকারকে জানায়।

- **মিডিয়া রিপোর্ট:** গত ১৬ নভেম্বর ২০১৮ প্রচারিত চ্যানেল আই- এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, ২০১৩ সালে ১ জানুয়ারি একটি প্রকল্পে ৩৭ কোটি ৩৪ হাজার ৮শ' ৩০ টাকা অর্থ ছাড় করা হয় এবং ২০১৩ সালে এই প্রকল্পে আরো ছাড় করা হয় ৫৪ কোটি ৯৪ লাখ ৭শ' ১৮ টাকা। এই হিসেবে গড়মিল থাকায় এই প্রকল্পে ২০১৩ সালের পর আর কোন অর্থ ছাড় করা হয়নি। ২০১২ সালে পৃথক প্রকল্পে ছাড় করা হয় ৮৩ কোটি ৪৯ হাজার ৭শ' ৯০ টাকা। এই প্রকল্পেও রয়েছে নানা অনিয়ম।

➢ **অধিকারের বক্তব্য:** চ্যানেল আই কোন প্রকল্পের নাম উল্লেখ না করেই মনগড়াভাবে অর্থছাড়ের বিষয়ে রিপোর্ট করেছে যা প্রকৃত তথ্যের সঙ্গে কোন রকম সংগতি নেই। ২০১২ এবং ২০১৩ সালে অধিকারের ৩টি প্রকল্প চলমান ছিল। অক্টোবর ২০১০ থেকে জুন ২০১৩ পর্যন্ত মেয়াদে "হিউম্যান রাইটস রিসার্চ এন্ড এডভোকেসি" শীর্ষক প্রকল্পের অর্থছাড় ছিল ১ কোটি ১২ লাখ ৩৩ হাজার ৪শ' ১৯ টাকা। এপ্রিল ২০১২ থেকে মার্চ ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে "এডকেশন অন দি কনভেনশন এগেইস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ানেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রকল্পটির মোট অর্থছাড় ছিল ১ কোটি ৫৩ লাখ ৫৮ হাজার ৬০ টাকা ৮৫ পয়সা। জানুয়ারি ২০১৩ থেকে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদে "এ্যামপাওয়ারিং উইমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস ডিফেন্ডারস" শীর্ষক প্রকল্পটির অর্থছাড় ছিল ৩৭ লাখ ৩৪ হাজার ৮শ' ৩০ টাকা। **৩টি প্রকল্পের মোট অর্থছাড় ছিল ৩ কোটি ৩ লাখ ২৬ হাজার ৩শ' ৯ টাকা ৮৫ পয়সা।** উল্লেখিত ৩টি প্রকল্পেরই অডিট রিপোর্ট ও বার্ষিক প্রতিবেদন এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে জমা দেয়া হয়েছে, যার রিসিভড কপি রয়েছে। **অথচ চ্যানেল আই এর প্রতিবেদনে ২০১২ ও ২০১৩ সালে অধিকার মোট ১৭৪ কোটি ১০ লাখ ২৫ হাজার ৩৩৮ টাকা অর্থছাড় পেয়েছে বলে উল্লেখ করেছে যা অধিকারকে বিস্মিত করেছে।**

- **মিডিয়া রিপোর্ট:** জনকণ্ঠ ও বাংলাদেশ প্রতিদিনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে *অধিকার* 'রাষ্ট্র ও সরকারবিরোধী নানা অপতৎপরতায় জড়িয়ে পড়েছে', 'দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে' এবং দেশের নির্বাচন ও মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে সব সময় আন্তর্জাতিক মহলকে ভুল তথ্য দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি প্রতিনিয়ত নষ্ট করছে। এমনকি অধিকারের সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খান এশিয়ান নেটওয়ার্ক ফর ফ্রি ইলেকশানস (এনফ্রেল) এর ওয়েবসাইটে মিথ্যা তথ্য দিয়ে কলাম লিখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "বর্তমানে এনজিওটির সব অর্থায়ন বন্ধ রয়েছে, কিন্তু তাদের কার্যক্রম পুরোদমে চালু রয়েছে"।

➢ **অধিকারের বক্তব্য:** অধিকার এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। বস্তুত অধিকার প্রতিমাসে যে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে তার তথ্যগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকার প্রতিবেদন, মাঠপর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী মানবাধিকার কর্মীদের পাঠানো প্রতিবেদন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি বা তাদের স্বজনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে নেয়া হয়; যা যাচাই-বাছাই এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র অধিকারই নয়, বিভিন্ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক

মানবাধিকার সংস্থাগুলোও একইভাবে বাংলাদেশের মানবাধিকার লংঘনজনিত পরিস্থিতির ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে।

অধিকারের নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদায় এবং অধিকার *এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীদের স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে স্বল্প পরিসরে মানবাধিকার বিষয়ক কিছু কার্যক্রম চালানোর চেষ্টা করছে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ গত ১২ অক্টোবর ২০১৮ জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ২০১৯-২০২১ সালের জন্য পুনরায় সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। এই নির্বাচনের আগে গত ৭ জুন ২০১৮ জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতির কাছে প্রেরিত চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য আসনের জন্য প্রার্থীতার অংশ হিসাবে মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট অংগীকার ও প্রতিশ্রুতিপত্র জমা দেয়।

২০১৮ সাল হচ্ছে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার ৭০ বছর এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ঘোষণার ২০ বছর। *অধিকার* জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের স্পেশাল কনসালটেটিভ স্ট্যাটাস পাওয়া মানবাধিকার সংগঠন। জনকণ্ঠের প্রতিবেদন অনুযায়ী *অধিকার*এর সমস্ত কার্যক্রম বন্ধের ব্যাপারে গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশ বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ ও নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের ২২ অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। কারণ, এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর নিবন্ধন শুধুমাত্র বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ সাপেক্ষে প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। সংবিধান অনুযায়ী স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে মানবাধিকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন ধরণের নিবন্ধনেরও প্রয়োজন হয় না।

অধিকার কখনোই কোন রকম বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল না। অধিকার একটি স্বাধীন মানবাধিকার সংগঠন, যা বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রিয় চাপ সহ্য করেও কাজ করেছে। যেসব দেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সমুন্নত থাকে, সেসব দেশের সরকার মানবাধিকার কর্মীদের শত্রু মনে করে না। বরং তারা মানবাধিকার কর্মীদের তুলে ধরা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো আমলে নিয়ে তা সংশোধনের চেষ্টা করে। ফলে সুশাসন ও বিচার ব্যবস্থার আরও উত্তরণ ঘটে। তবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা না থাকলে এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ঘটতে থাকলে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার তা গোপন করতে চায় এবং হুইসেল-ব্লোয়ার হিসেবে যেসব মানবাধিকার কর্মী বা সংস্থা কাজ করে সরকার তাদের দমন করতে সচেষ্ট হয়। দু:খজনক হলেও সত্য মানবাধিকার সংগঠন অধিকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হওয়ার কারণেই তাদের অপদস্থ ও হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে।

অধিকার টিম

জনকণ্ঠের রিপোর্টটি দেখতে নিচের লিংক এ ক্লিক করুন

http://www.dailyjanakantha.com/details/article/383863

বাংলাদেশ প্রতিদিনের রিপোর্টটি দেখতে নিচের লিংক এ ক্লিক করুন

http://www.bd-pratidin.com/national/2018/11/13/375791

চ্যানেল আই এর রিপোর্টটি দেখতে নিচের লিংক এ ক্লিক করুন

https://youtu.be/bl5CeFZ7m-Q